কা ও য়া সা কি

ক্ষয়িষ্ণু জাপানি সমাজ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপান বিস্ময়করভাবে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু কঠোর পরিশ্রম করতে গিয়ে সমাহিত করতে হয় পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন... লিখেছেন এমএ সুবহান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিলাইদহে এসে পদ্মার ভগ্নদশা দেখে মন্তব্য করেছিলেন, 'মনে হয় যেন বীনা আছে তার নেই।' এক সময়ের প্রাচ্যের হৃৎপিন্ডখ্যাত জাপানি সমাজের অবস্থাও তেমনি ম্রিয়মাণ। আজকের জাপানি সমাজ শুধু ভাঙছেই না, এ বিকৃত লক্ষ্যহীন অভিযাত্রায় ধাবমান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা কাটিয়ে উঠতে জাপান রকেটগতিতে বিস্ময়করভাবে উঠে আসে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে মুঠোবন্দি করতে গিয়ে সমাহিত করতে হয় চিরায়ত পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনগুলোকে। কর্মের কোলাহল আর লৌহ-কংক্রিটের সুবিশাল আস্তরণে ঢাকা পড়ে যায় রক্তকরবীর সতেজ প্রাণ!

বর্তমান জাপানি সমাজে বিয়ে হচ্ছে এক সুমধুর যন্ত্রণার নাম। দিন দিন বিয়ের প্রতি তরুণ-তরুণীদের অনীহা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে জন্মহারের ওপর। বর্তমান প্রবণতা বজায় থাকলে আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ এ দেশের জনসংখ্যা প্রায় এক-পঞ্চমাংশ লোপ পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এদিকে জাপানিদের গড় আয়ু বিশ্বে সর্বোচ্চ। যে হারে দীর্ঘজীবিদের সংখ্যা বাড়ছে, সেই হারে নতুন প্রজন্ম তৈরি হচ্ছে না। এই অসম প্রতিযোগিতায় এক পর্যায়ে রাষ্ট্রীয়, আর্থ- সামাজিক কাঠামোটাই গুঁড়িয়ে যাবে। এরই মধ্যে স্বাস্থ্যবীমা ও বিভিন্ন পেনশন স্কিমগুলো দায় মেটাতে হিমশিম খাচ্ছে। জনসংখ্যা তথা করদাতাদের সংখ্যা আশু বৃদ্ধি না পেলে আগামী দশকে উপার্জনকারীর আয়ের এক-তৃতীয়াংশই কর হিসেবে চলে যাবে।

ঐতিহ্যবাহী বিয়ের পোশাকে নবদম্পতি

অত্যন্ত সমৃদ্ধ সংস্কৃতির প্রাচীর ভেদ করেও আকাশ সংস্কৃতির কল্যাণে পশ্চিমের খোলা জানালা পথে ঢুকে পড়েছে দূষিত বাতাস! খড়কুটোর মতো উবে গেছে চিরন্তন মূল্যবোধগুলো। অবশ্য তার জন্য দায়ী যুদ্ধ-পরবর্তী জেনারেশনটা। দিবারাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে কেবল, পরিবার সন্তানদের দিতে চায়নি এতোটুকু সময়। উৎপাদন আর ভোগের দানবচক্রে গড়ে তুলেছে এক কিম্ভূতকিমাকার উদ্ভট জীবনপ্রবাহ।

আমাদের মতো অনগ্রসর দেশ এবং মুক্ত বিশ্বে বিয়ের ধারণা এবং প্রয়োজনীয়তা অভিন্ন নয়। শুধু জৈবিক চাহিদা ও সংসার কর্মের জন্য বিয়ে উন্নত বিশ্বে অপরিহার্য বলে মনে করা হয় না। এমনকি বিবাহবন্ধন ব্যতিরেকে সন্তান জন্মদানের ব্যাপারটাও দেশে দেশে স্বীকৃতি পাচ্ছে। এই বন্ধনহীন আদিম বন্য প্রবৃত্তি জাপানে ব্যাপকভাবে শেকড় গেড়েছে। পারিবারিক বন্ধন খসে পড়ছে। মানুষগুলো কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মতো দিকভ্রান্ত।

Kawasaki, Japan

ব্রু না ই

প্রতারণার বিচিত্র ফাঁদ

রিক্রুটিং এজেন্সির একশ্রেণীর প্রতারকদের খপ্পরে পড়ে ব্রুনাইয়ের মতো শান্তিপূর্ণ দেশেও অশান্তি তৈরি করা হচ্ছে, প্রতারিত হচ্ছে সাধারণ শ্রমিকরা

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর গত ২০০০-এর প্রথম দিকে পুনরায় বাংলাদেশী ভিসার কোটা চালু হলে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় কতিপয় রিক্রুটিং এজেন্সির আদম ব্যবসায়ী দালালরা ভালো কাজ, ভালো চাকরি, ভালো বেতনের কথা বলে গত দু'বছরে ব্রুনাইতে প্রচুর জনশক্তি রপ্তানি করে। আদম ব্যবসায়ীদের লোভনীয় আশ্বাসে তাদের হাতে তুলে দিয়েছে পৌনে দু'লাখ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দু'লাখ টাকা। ব্রুনাই এসে তাদের স্বপ্নসাধ সব চুরমার হয়ে গেছে। দেশীয় দালালদের কথা ও কাজের সঙ্গে কোনো মিল এরা খুঁজে পায়নি। ব্রুনাইয়ে বাংলাদেশী শ্রমিকদের দু'তৃতীয়াংশ শ্রমিক গার্মেন্টসে কাজ করছে এবং এরাই সবচেয়ে বেশি প্রতারণার শিকার হয়েছে। নগণ্য বেতন, নিম্নমানের খাবার, থাকার অনুপযোগী পরিবেশ, মালিক পক্ষের মর্জি মত হতে বাধ্য করা, শ্রম আইনের প্রতি কোনোরূপ তোয়াক্কা না করে কাউকে কোনো প্রকার আত্মপক্ষ সমর্থনের কিংবা কোনো কৈফিয়ত ছাড়াই হঠাৎ করে জোরপূর্বক স্বদেশে পাঠিয়ে দেয়। শূন্য কোটায় একই দালালদের যোগসাজশে পুনরায় বাংলাদেশ থেকে লোক আমদানি করে। এ নিয়ে ভুক্তভোগীরা স্থানীয় বাংলাদেশ মিশনে এসেও কোনো সহযোগিতা পায়নি। কেননা মিশনের কর্তাব্যক্তিরা যখন আদম ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন তখন কিভাবে তারা শ্রমিকদের সহযোগিতা করবেন?

কর্তৃপক্ষের বিমাতাসুলভ আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে এখানকার একটি গার্মেন্টসে গত ২০০০ সালে পর পর দু'বার গার্মেন্টস শ্রমিকরা ধর্মঘটসহ বাংলাদেশ মিশনে এসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। যা ছিল গত সরকারের সময়ে রাজনৈতিক নিয়োগপ্রাপ্ত মিশন প্রধানের জন্য চরম বিব্রতকর অবস্থা। এইতো গত দু'মাস পূর্বে সেই একই গার্মেন্টসে পুনরায় বাংলাদেশী শ্রমিক অসন্তোষ চরম আকার ধারণ করে। যার পরিপ্রেক্ষিতে এক পর্যায়ে উক্ত গার্মেন্টসের প্রায় ১৩শ' শ্রমিককে দেশে পাঠিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এ পর্যায়ে সাড়ে ৬০০ শ্রমিককে ইতিমধ্যে দেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে সকলকে পাঠানো হচ্ছে। রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে সরকার কি পারবে দালালদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে? এ প্রশ্নই এখন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর ও ব্রুনাইতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের।

মির্জা জাকির
ব্রুনাই দারুসসালাম

আ ৷ ট ৷ লা ৷ ন্টা

প্রবাসে সম্মিলন

আমেরিকা জুড়ে এখন উৎসবের আমেজ। অনুষ্ঠিত হচ্ছে নানা অনুষ্ঠান। ক'দিন পরেই শীতের আগমনী বার্তা শোনা যাবে

বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব জর্জিয়ার বার্ষিক বনভোজন ৪ আগস্ট ছুটির দিনে আটলান্টা শহরের কোলাহল থেকে প্রায় ৩৫ মাইল দূরে ঘন সবুজ অরণ্য আর লেকে ঘেরা ফোর্ট ইয়ার গো স্টেট পার্কে সফলভাবে সমাপ্ত হয়। ঐ দিন দুপুর থেকে আটলান্টা শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে বনভোজনে নারী পুরুষ, শিশু, কিশোর জড়ো হতে

অনুষ্ঠান উৎসবে মেতে উঠেছে বাঙালি মহিলারা

র‍্যাফেল ড্র ঘোষণা করা হচ্ছে

থাকেন। বনভোজন শুরু হয় বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে। বনভোজনে খাবার পরিবেশিত হয় আটলান্টার সকলের সুপরিচিত ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট হিমালয়ের স্বত্বাধিকারী ছত্তার মিয়ার সৌজন্যে। খাবারের মেন্যুতে ছিলো সুস্বাদু চিকেন তন্দুরী, খাসির মাংস ভুনা, সালাদ আর কোল্ড ড্রিঙ্কস কোক আর স্প্রাইট। প্রথমে মহিলা ও শিশুরা সারিবদ্ধভাবে তাদের খাবার সুশৃঙ্খলভাবে গ্রহণ করেন। বিকাল গড়িয়ে এলে আয়োজন করা হয় পুরস্কার বিতরণী সভার। সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণী সভায় বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক, রম্য লেখক লিয়াকত হোসেন আবু, নির্বাচন কমিশনার আনোয়ারুল হক, মেঘনা এক্সপ্রেস ও ট্র্যাভেলসের স্বত্বাধিকারী নূর জিন্না, নব নির্বাচিত কার্যকরী পরিষদের পক্ষে সহ-সভাপতি সৈয়দ মোস্তাক আহমদ, সাধারণ সম্পাদক আবু চৌধুরী মিন্টু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিলো র‍্যাফেল ড্র। আটলান্টার জনপ্রিয় বেঙ্গল স্টোর ও হালাল মিটের সৌজন্যে প্রদত্ত ২৫ ইঞ্চি রঙিন টেলিভিশনের প্রথম পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেন ইশতিয়াক আহমদ জুলু। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার ডিভিডি ও ভিসিআর লাভের গৌরব অর্জন করেন যথাক্রমে সেলিম ও লাভলু। মেঘনা এক্সপ্রেস ও ট্র্যাভেলসের সৌজন্যে প্রদত্ত হয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার। নবনির্বাচিত কার্যকরী পরিষদ যাদের নিয়ে গঠিত হয়েছে তারা হলেন— সভাপতি আতাউর রহমান, সহ-সভাপতি সৈয়দ মোস্তাক আহমদ, সহ-সভাপতি সৈয়দ মোস্তফা লস্কর, সাধারণ সম্পাদক আবু চৌধুরী মিন্টু, সহসাধারণ সম্পাদক জাকির আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আনফর আলী, প্রচার সম্পাদক শামিম আহমদ, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা মিসেস রোকসানা কাসেম মুক্তা, কোষাধ্যক্ষ লিটন মিয়া, দপ্তর সম্পাদক সবুজ আহমদ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক পিংকু দাস, সদস্যবৃন্দ ফয়জু সোবহান, সোহেল আহমদ, শামিম আহমদ, সেলিম আহমদ ও ফয়জু আহমদ প্রমুখ।

সৈয়দ মোস্তাক আহমদ

3194 Pin oak way, Doraville,

Atlanta, GA.30340

ডেনমার্ক

এ লজ্জা কার

আমলা-মন্ত্রীদের দুর্নীতির জন্য বিদেশে মুখ দেখানো যায় না। আর যারা চোর তারাই বড় গলায় কথা বলে

বিগত কিছুদিন ধরে বাংলাদেশের দুর্নীতি বিষয়ে ডেনমার্ক পত্রিকা ও টেলিভিশনে বিভিন্ন খবর প্রচারিত হতে থাকে। এসিড নিক্ষেপ, পতিতাবৃত্তি, শিশু নির্যাতনের ওপর রিপোর্ট ও প্রামাণ্যচিত্র দেখানো হয়। পরিচিত, অপরিচিত কাউকে দেখলেই লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে যায়। শেখ হাসিনা দিয়ে গেছেন বিশ্বের ১ নম্বর দুর্নীতিবাজ দেশের সার্টিফিকেট আর তারই সদ্ব্যবহার করেছেন আমাদের বর্তমান সরকারের আমলা-মন্ত্রীরা। এই বেহায়াদের জন্য আজ আমাদের এই প্রবাসে মাথা নিচু করে চলতে হয়। আমি তো আর বাংলার মন্ত্রী নই যে, আমার লজ্জা থাকবে না। তাই তো এতো বড় একটা অন্যায় করেও আমাদের মন্ত্রী উঁচু স্বরে বলতে পারেন– পদত্যাগ করার প্রশ্নই আসে না। বিআইডব্লিউটিসি'র ফেরিগুলো সংস্কার করতে ডানিডার সহযোগিতায় যে অনুদান ১৪৪ কোটি টাকা দেয়ার কথা তাতে মন্ত্রীর বাদ সাধার কারণ কি? কারণ একটাই, ডেনমার্কে এগুলো সংস্কার করতে নিয়ে এলে নিজের পকেটে কিছু রাখা যাবে না।

যেখানে সাধারণ জনগণ নির্বাচিত করে প্রতিনিধি বানিয়ে সংসদে পাঠিয়েছে দেশের জন্য দুটো ভালো কাজ করার জন্য, সেখানে এই লোকগুলো দেশটাকে চুষে খেয়ে নিচ্ছে। সচেতন জনগণ ভালোভাবেই জানেন, আমাদের দেশ দাতা সংস্থার কাছ থেকে যে অনুদান বা ঋণ পায় তার ২০ ভাগও দেশের জনগণের কাজে আসে না। যেখানে দেশ এই দুর্নীতিবাজ মন্ত্রী-আমলাদের পকেট ভরিয়ে ২০ ভাগ পেতো তাও শেষ হয়ে গেলো। এখন আর রইলো কি? বিশ্বের দ্বিতীয় দুর্নীতিমুক্ত দেশ ডেনমার্কের কাছে এমন অমূলক আবদার কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাই তো কোনো গড়িমসি না করে সরাসরি বলে দিয়েছে, বাংলাদেশের জন্য আর কোনো সাহায্য নয়। ডানিডায় খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দেশে এনজিওর মাধ্যমে যে সাহায্য-সহযোগিতা দেয়া হবে তাও নাকি এই মন্ত্রী-আমলাদের হাতে তুলে দিতে হবে। যাতে আমলা-মন্ত্রীরা লুটেপুটে ভালোভাবে খেতে পারে। গত বছর ডেনমার্কে নতুন সরকার এসে এমনিতেই বিদেশীদের জন্য অনেক আইনের পরিবর্তন করেছে। তার ওপর তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের সাহায্যের হার কর্তন করে দেয় এবং কোনো কোনো দেশে একদম বন্ধ করে দেয়। তেমনি বাংলাদেশে সাহায্যের ৫০ ভাগ আগেই কর্তন করে দিয়েছিল।

M.L. Islam Mithu
Rxtterbakken-7.1th, 2400 KBH.NV.
Denmark.

ফুকুওকা চলচ্চিত্র উৎসবে আমন্ত্রিত
অসংখ্য আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত
সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ'র
কালজয়ী উপন্যাসের চিত্ররূপ
তানভির মোকাম্মেল-এর
j v j mv j
সেই সঙ্গে প্রামাণ্য চলচ্চিত্র
অয়ি যমুনা
একসঙ্গে ২টি চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী
টোকিওতে
উপস্থিত থাকবেন
পরিচালক **তানভির মোকাম্মেল**
প্রধান চরিত্রাভিনেতা **রাইসুল ইসলাম আসাদ**
সবাই আমন্ত্রিত
তারিখ : ২২শে সেপ্টেম্বর, রোববার
সময় : বিকেল ৩টা, টিকেট : হলে
স্থান : সানপাল আরাকাওয়া হল
ফোন : ০৩-৩৮০৬-৬৫৩১

SUBWAY
Chiyadaline/Keiseiline-এ Nippori অথবা Machiiy নেমে O-exit দিয়ে বেড়িয়ে ট্রমে অথবা
JR Nippori Stn. নেমে ২২ নং বামে Kmedo মুখী বাসে আরাকাওয়া কুইয়াকুনো মায়ে Stop

যোগাযোগ :
০৭০-৫৫৩৮-৪৮৪২ কাজী ইনসান
০৭০-৬১৪৬-৯৭৬৩ *সভাপতি*
০৯০-২২২৪-৬২৬৮ বাকের মাহমুদ
সম্পাদক
মাসুদ ববি

বাংলাদেশ সাংবাদিক লেখক ফোরাম জাপান

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

Want to leave Bangladesh as early as possible due to some unavoidable circumstances. The last resort is to offer my self as a candidate for marriage, to some one, immigrant of any country.

Male, 26+, Muslim (Sonni), completed masters level of education, currently serving a private commercial bank as an officer in Dhaka.- Shaikat, Cell: 017001997,
E-mail: help.me@soon.com

লক্ষ্য করুন

নতুন বই প্রকাশে ইচ্ছুক আগ্রহী লেখক-লেখিকারা যোগাযোগ করুন। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী, আত্মজীবনী ইত্যাদি সহ প্রবাসীরাও যোগাযোগ করুন- **আইডিয়া**
জিপিও বক্স নং-২৭৬৪, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
মোবাইল : ০১১-৮৩৫৪৫০

লেখা আহ্বান

জাপান থেকে প্রকাশিত বাংলা, ইংরেজি ম্যাগাজিন 'বিবেক' এর জন্য যেকোনো বিষয়ের ওপর লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা :
P.O. Box No. 170
Urawa Chuo Post Office
T : 336-8692
JAPAN

সৌজন্যে : রিও ইন্টারন্যাশনাল